COAST, CJRF cK‡íi cKvkbv
msL¨v- 36; A‡±vei 2021 \ Awkb, 1428

স্থানীয় জলবায়ু সক্ষমতা

G¨W‡fv‡Kwm ¯'vbxq D‡`¨vM Awf‡hvRb

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির সক্ষমতা অর্জনের লক্ষ্যে “Climate Justice Resilient Fund-CJRF” শিরোনামে একটি প্রকল্প কোস্ট বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় ৭ টি জেলায় জানুয়ারী, ২০১৮ হতে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর ২০২২ পর্যন্ত এই প্রকল্পেটির কার্যক্রম বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির মাধ্যমে কোস্ট স্থানীয় সহযোগী সংস্থাদের সাথে নিয়ে উপকূলীয় সুরক্ষার বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের সাথে এ্যাডভোকেসি করছে, যেমন- টেকসই উপকূলীয় বাধ ব্যবস্থাপনা,আভ্যন্তরীন জলবায়ু বাস্তচ্যুতি ব্যবস্থাপনা, প্রান্তিক জেলেদের জীবনমান উন্নয়ন ও উপকূলীয় বনায়ন সম্প্রসারন প্রভৃতি, নারী ও কিশোরীদের তথ্য উপাত্ত ও শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সচেতনতা বাড়াতে ৮টি উপকূলীয় কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে জনসচেতনতা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ধারাবাহিকভাবে প্রচার করা হচ্ছে, ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিতে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল সমুহ প্রদান ও সম্প্রসারনের উদ্যোগ নিয়েছে।

উপকূলীয় কমিউনিটি রেডিও জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ জেলেদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে

বাংলাদেশের মূলভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন জেলা ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার উপকূলে বসবাসরত জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও দুর্দশার চিত্র তুলে ধরছে উপকূলীয় কমিউনিটি রেডিও মেঘনা। স্থানীয় সরকার প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্টেকহোল্ডারদের অনুপ্রাণিত করে প্রান্তিক জেলেদের জীবনমান উন্নয়ণে ভূমিকা রাখতে কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের সহযোগিতায় কমিউনিটি রেডিও মেঘনার এটি একটি ধারাবাহিক উদ্যোগ।

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের প্রান্তিক জেলেদের জীবন ও জীবিকা সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ঘনঘন ঝড়-জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতাও সিগ্যন্যাল থাকায় দীর্ঘ সময় ধরে তারা এখন আর সাগরে মাছ ধরতে যেতে পারছে না, এবং মাছের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে কারণ মাছের প্রজনন সহ স্বাভাবিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এই ধরনের প্রতিকূল পরিবেশের কারণে, উপকূলীয় জেলেরা এখন সবচেয়ে বিপন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিণত হয়েছে।

তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা অত্যান্ত নাজুক, অধিকাংশ জেলেদের নেই নিজস্ব বসতভিটে, তাই তারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের উপর বাস করে, একদিকে যেমন রয়েছে খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের সমস্যা, তেমনি তারা শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। প্রায় সময় ঝড়ের কবলে পড়ে নিজেদের জাল নৌকা সবই হারাচ্ছে। অথচ তারা স্থানীয় মহাজনদের কাছ থেকে উচ্চ সুদে ঋন নিয়ে এই নৌকা ও সম্পদগুলো কিনেছিল, ফলে দিন দিন তাদের ঋনের বোঝা বাড়ছে।দরিদ্র পীড়িত এই জেলে পল্লীগুলোতে বাল্য বিবাহ, যৌতুক, নারী নির্যাতন এর মতো সামাজিক সমস্যাগুলোর হার অত্যান্ত আশংকাজনক। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার হার যেমন বাল্যবিবাহ, যৌতুক, নারীর প্রতি সহিংসতা এই প্রান্তিক জেলেদের গ্রামগুলোতে খুবই উদ্বেগজনক।

কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের সহায়তায় উপকূলীয় কমিউনিটি রেডিও মেঘনা’র ধারাবাহিক প্রতিবেদনে উঠে আসছে উপকূলীয় জেলেদের এই সকল দুর্দশার চিত্র।

সমুদ্রগামী প্রান্তিক জেলেদের সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও সম্প্রচার করছেন কমিউনিটি রেডিও মেঘনার কর্মী- খেজুরগাছিয়া মাছ ঘাট, চরফ্যাশন, ভোলা, ২৭ সেপ্টেম্বর ২১,ছবি কোস্ট।

কিশোরী কেন্দ্রের মাধ্যমে জীবন দক্ষতার শিক্ষা কার্যক্রম

সিজেআরএফ প্রকল্পের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রদান করার মাধ্যমে স্কুল থেকে বাদ পড়া কিশোরদের ক্ষমতায়িত হতে সহায়তা করা।ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ।দেশের মূল ভূখন্ড থেকে বিচ্ছিন্ন উপকূলীয় এলাকাগুলো দুর্যোগের কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। এই উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ পেশায় কৃষক এবং জেলে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে তারা পেশাগতভাবে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং দারিদ্রের দিকে ধাবিত হচ্ছে। দারিদ্র্যের কারণে, এখানে সামাজিক সমস্যার বিস্তার দেশের অন্যান্য স্থানের চেয়ে অনেক বেশি যেমন বাল্য বিবাহ, যৌতুক প্রথা, নারীর প্রতি সহিংসতা, বহুবিবাহ ইত্যাদি। বিশেষ করে মেয়েরা শিক্ষায় পিছিয়ে আছে। অনেকেই স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না, আবার কেউ দারিদ্র্যের জন্য স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে এই মেয়েরা সমাজ ও তাদের পরিবারে বোঝার মতো জীবন যাপন

কিশোর কেন্দ্রের শিক্ষক জীবন দক্ষতা শিক্ষার উপর অধিবেশন পরিচালনা করছেন -মনপুরা, ভোলা, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২১, ছবি: কোস্ট।

করছে। মেয়েরা শিক্ষায় পিছিয়ে আছে। কেউ স্কুলে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না, আবার কেউ দারিদ্র্যের জন্য স্কুল ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে এই মেয়েরা সমাজ ও তাদের পরিবারে বোঝার মতো জীবন যাপন করছে। এই কারণে,

কোস্ট সিজেআরএফ প্রকল্পের অধীনে ভোলা এবং কুতুবদিয়ায়র ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটিতে গত সেপ্টেম্বর মাসে ১২ টি কিশোরী কেন্দ্র স্থাপন ও কার্যক্রম শুরু করেছে। কিশোরী কেন্দ্র স্থাপন করার মাধ্যমে ১৭টি বিষয়ের উপর বছরব্যাপী তাদের তথ্য ও শিক্ষা প্রদান করা হবে তারমধ্যে- বাল্য বিবাহ, যৌতুক ও নারী সহিংসতা প্রতিরোধে করণীয়, ব্যাক্তিগত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা এবং, বিকল্প আয় সৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি। পাশাপাশি তাদের জন্য আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হবে এবং উপকরন বিতরন করা হবে যা তাদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। এই সামর্থ্য তাদের মর্যাদার সঙ্গে পরিবার ও সমাজের উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে সহায়তা করবে।

জলবায়ু অভিযোজন কৌশল সম্প্রসারনে স্থানীয় প্রচারনা

প্রকল্পের কর্মী জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের মাধ্যে জলবায়ু অভিযোজন কৌশল সম্প্রসারণে উদ্বুদ্ধ করতে সেশন পরিচালনা করছেন, দক্ষিন ধুরং,কুতুবদিয়া,১৮ সেপ্ট: ছবি-কোস্ট

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিধি ও মাত্রা ক্রমশই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দুর্যোগের প্রভাবে স্থাণীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের মাত্রা দিন দিন প্রকট আকার ধারন করছে। এখানকার মোট জনসংখ্যার সিংহভাগ অর্থ্যাৎ প্রায় ৯০% মানুষের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ্য বা পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান। যা এখানকার অধিবাসীদের অর্থনৈতিক সক্ষমতা হ্রাস করছে এবং তাদের জীবনযাত্রাকে আরো উন্নত করতে ও বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের স্থানীয় প্রভাব মোকাবেলা করতে অভিযোজন সক্ষমতা অর্জনের সম্ভাবনাকে ও ক্রমান্বয়ে হ্রাস করছে।

জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সিজেআরএফ প্রকল্প কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক বিভিন্ন কৌশল সম্প্রসারনে প্রচারনামূলক কর্মকান্ড ও উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে।

ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পর্যায়ের লোকদের অংশগ্রহণে উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এই কার্যক্রমগুলি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ক্যাম্পেইন অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার জন্য ছবি সহ ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করা হচ্ছে।এই প্রচারাভিযানের মাধ্যমে, ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী ও কিশোরীরা নিরাপদ পানীয় জল, স্বাস্থ্যকর স্যানিটেশন ব্যবহার, জলবায়ু অভিযোজিত আয় উৎপাদনকারী কৃষি পদ্ধতি যেমন- রংপুর মডেল, বস্ত পদ্ধতিতে সবজি চাষ, ট্রিপল এফ মডেল (সমন্বিত পদ্ধতি) এবং মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করবে।

সফলতায় অনুপ্রাণিত হয়ে মাচায় ছাগল পালনে সফল খুরশিদা বেগম

খুরশিদা বেগম বর্তমানে মাঁচা পদ্ধতিতে ছগল পালন করছেন। তার বাড়ির উঠোনের একপাশে বাঁশ দিয়ে তৈরি মাচা তৈরি করা হয়েছে। দৈনন্দিন গৃহস্থালির কাজের পাশাপাশি তিনি এখন নিয়মিত ছাগলের পরিচর্যা করছেন, বর্তমানে তার ছাগলের সংখ্যা ৭টি। কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলার লেমশেখালী ইউনিয়নের সামিরা পাড়া গ্রামের বাসিন্দা খুরশিদা বেগমের স্বপ্ন এখন ছাগলের একটি বড় খামাড় গড়ে তোলা এবং নিজের পরিবারের ভাগ্যের পরিবর্তন করা।

দুরারোগ্য রোগে স্বামী মারা যায়, ৪ ছেলে ১ মেয়েকে নিয়ে অভাবের সংসার। উপার্জনের কোন উপায় না থাকায় পরিবারের প্রতিটি সদস্য অমানবিক জীবন যাপন করছিল। অভাবের তাড়নায় ছেলে মেয়েদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। বাবা একটি ছাগল কিনে দিয়েছিলেন আয়ের পথ খুজে পেতে কিন্তু ভেঁজা আর স্যাঁতস্যাঁতে আবাহওয়ায় ছাগলের অসুখ বিসুখ লেগেই থাকতো, ছাগলটি২টি বাচ্চা দিয়েছিল কিন্তু নিউমোনিয়ার কারনে ২টি বচ্চাই মারা যায়, লাভ তো দুরের ব্যাপার বরং খরচ আরো বাড়তেই থাকে, আমি ছাগল পালনের চিন্তা বাদ দিয়ে অন্য কিছু ভাবতে শুরু করলাম, খুরশিদা বেগম ছাগলের যত্ন নেওয়ার সময় এসব কথা বলছিলেন।

এভাবে মাচাঁয় ছাগল পালনের ধারনা কোথায় পেলেন এ প্রশ্নের জবাবে খুরশিদা বেগম বলেন কোস্ট সিজেআর এফ প্রকল্পের মাধ্যমে এক উঠান বৈঠকের অংশগ্রহন করে মাচাঁয় ছাগল পালনের প্রাথমিক ধারনা লাভ করেন তিনি। তাদের গ্রামের বাসিন্দা সাফিয়া বেগমকে সিজেআরএফ প্রকল্প থেকে ছাগলের মাচা বানিয়ে দেয়া হয়েছিল। তিনি নিয়মিত শাফিয়া বেগমের বাড়িতে যেতেন এবং মাচায় ছাগল পালনের সাফল্য পর্যবেক্ষণ করতেন, এবং মাচাঁয় ছাগল পালনের সফলতা দেখে অনুপ্রানিত হয়ে নিজের উদ্দ্যোগে মাচা তৈরি করে ছাগল পালন শুরু করেন।

এই পদ্ধতির উপকারিতা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এই পদ্ধতিতে ছাগল পালন করলে ছাগলের রোগের প্রকোপ কমে যায়, ছাগলের ঠান্ডা সর্দি জ্বর হয় না ,এতে ছাগলের মৃত্যো হার কম হয়। ছাগলের মল মূত্র সহজে পরিস্কার করা যায়, ছাগলের উৎপাদন ভাল হয়, অল্প খরচে বেশী লাভ হয়।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন ৩টি বড় ছাগল বিক্রি করেছি ২৩ হাজার টাকায়, আরো ৪টি ছোট ছাগল কিনেছি, ছেলে মেয়েকে স্কুলে দিয়েছি, ইচ্ছে আছে আরো বড় মাচা তৈরি করবো এবং একটি খামাড় গড়ে তুলবো।

নিজের তৈরি বাঁশের ছাগলের মাচার সামনে ছাগলের যত্ন নিচ্ছেন খোরশিদা বেগম- লেমশীখালী,কুতুবদিয়া,কক্সবাজার -৭ সেপ্টেম্বর ২০২১,ছবি: কোস্ট

GB cKvkbwU ˆZwi‡Z c‡qvRbxq Z_¨ w`‡q ÔÔwm‡RAviGdÕÕ cK‡íi mKj mnKgx mn‡hvwMZv K‡i‡Qb|

we¯wiZ Z_¨ I †hvMv‡hv‡Mi Rb¨:
Gg. G. nvmvb, †cvMvg †nW-‡Kv÷, wm‡RAviGd cKí|
†gvevBj : 01708120333, **hasan@coastbd.net**
cKí Kvhvjq- k¨vgjx, XvKv †_‡K cKvwkZ I msiwÿZ www.coastbd.net